যুগান্তর

ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট অনুষ্ঠিত

তথ্যপ্রযুক্তি মেয়েদের পেশার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র

প্রকাশ : ২৫ অক্টোবর ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

আইটি ডেস্ক

‘ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট-২০১৮’-এর তৃতীয় আসরের সমাপনী অনুষ্ঠানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার

দেশের নারীসমাজকে তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার ধারায় সম্পৃক্ততা বাড়াতে ও তথ্যপ্রযুক্তি চর্চায় উৎসাহিত করতে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ‘ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট-২০১৮’-এর তৃতীয় আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহযোগিতায় ২২ অক্টোবর সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭১ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) হোসনে আরা বেগম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম, প্রোভিসি অধ্যাপক ড. এসএম মাহবুব উল হক মজুমদার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী একেএম ফজলুল হক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকতার হোসেন প্রমুখ।

‘ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট-২০১৮’-এর তৃতীয় আসরের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও সচিব জুইয়েনা আজিজ।

সারা দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা ১০২টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় দুইটি বিভাগে। বিভাগ-১এ ছিল প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা এবং বিভাগ-২এ ছিল মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা। ৫ ঘণ্টাব্যাপী এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে আ লিক পর্বের প্রতিযোগিতায় তিন শতাধিক দল অনলাইনে অংশগ্রহণ করেছিল। সেখান থেকে নির্বাচিত এই ১০২টি দল জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এবারের প্রতিযোগিতায় ঢাকার ৫২টি দল ও ঢাকার বাইরের ৫০টি দল অংশগ্রহণ করছে।

ন্যাশনাল গার্লস প্রোগ্রামিং কনটেস্ট-এর এবারের আসরে চ্যাম্পিয়ন হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জে ইউ জাবিয়ান’ দল। প্রথম রানার আপ হয় চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট)-এর ‘হকডঅন’ দল।

দ্বিতীয় রানারআপ হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফাইটার্স’ দল। প্রাথমিক পর্যায়ে পুরস্কৃত হয় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও খিলগাঁও ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, আধুনিক বিশ্বের প্রতিযোগিতায় নিজেদের টিকিয়ে রাখতে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান আহরণ অত্যন্ত জরুরি। তিনি দেশের নারীসমাজ ও তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার ধারায় সম্পৃক্ততা বাড়াতে তথ্যপ্রযুক্তি চর্চায় উৎসাহিত করতে প্রোগ্রামিংয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ডিজিটাল বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পেশা বা ক্ষেত্র যা যে কোনো স্থান থেকেই করা যায়।

তিনি জীবনের প্রাথমিক স্তর থেকেই তথ্যপ্রযুক্তি চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক তথ্যপ্রযুক্তিতে নিজেদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬